গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
পবা, রাজশাহী।
ueopaba@gmail.com

স্মারক নং উশিঅ/পবা/রাজ/২০২২/ ৫০২ তারিখঃ ১৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ

বিষয় ঃ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুরনায় চালুর নির্দেশিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০১.২০.২৯৩ তারিখ ০৮ সেপ্টম্বর,২০২০ খ্রিঃ।

ঙউপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র উপজেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুরনায় চালুর নির্দেশিকার তথ্য মহোদয়ের প্রেরিত নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক এতদসংগে সবিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

১৪/০৮/২২
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
পবা, রাজশাহী।

প্রাপক,
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়
প্রাথমিকশিক্ষাঅধিদপ্তর

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	পবা		
২। জেলাঃ	রাজশাহী		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	৮৩ টি	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	০৩ টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	১৯,৯০৭ জন	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৫৬৪ জন
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		২২/০৩/২০২২ খ্রি.	
৮। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		০	
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		মোঃ রফিকুল ইসলাম	
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueopaba@gmail.com	
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭৮৯৯৬৮৬৯১	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। • বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। • শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। • হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। • শিক্ষার্থীদের মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে। • ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দ্বারা শিক্ষার্থীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	• অত্র উপজেলার সকল (৮৩ টি) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে। • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে। • স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে। • সভায় অংশগ্রহণ কারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবকসহবিভিন্নঅংশীজন।

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	(যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভায় অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/জুমমিটিং/কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• সভারসংখ্যা: কোভিট কালীন সময়ে প্রতি মাসে প্রতিটি বিদ্যালয় স্থানীয় উদ্যোগে ২ টি করে সভা করে। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ গুগলমিট, জুমমিট আইডির মাধ্যমে প্রতি মাসে ২ টি করে এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার সকল প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি একজন করে, অভিভাবক সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ এবং প্রত্যেকে বিদ্যালয় হতে একজন করে শিক্ষার্থী ও অভিবাবকের সমন্বয়ে প্রতি মাসে ১ টি সভার আয়োজন করেন। • সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: গুগলমিট, জুমমিটিং, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি ।
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃত অর্থ: সকল বিদ্যালয়ে (৮৩ টি) স্লিপ ফান্ড হতে অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে সি.এস.এস.আর প্রকল্প থেকে ১৭ টি বিদ্যালয়ে ১২,০০০/- টাকা হারে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে । • অর্থের উৎস: পিইডিপি-৪ (স্লিপ), সি.এস.এস.আর প্রকল্প প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ।

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৮৩ (তিরাশি) টি (সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)।
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিকসংখ্যা	০৫(পাঁচ) টি বিদ্যালয়ের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক।
০৩	কার্যক্রম চালুরপর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	০১ (এক) জন।
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্টথার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে। • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্টথার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে। • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোনদিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠপরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। • সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । • স্বাস্থ্য বিধিমেনে স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০৬	শ্রেণীকার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃগুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি	• গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে। • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। • হোমভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সার সংক্ষেপঃ	• বিদ্যালয় এবংবিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। • উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা। • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরণের ভীতি। • স্বাস্থ্যবিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি।
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	• হোম ভিজিট ও উঠান বৈঠক করা হয়েছে । • অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে। • স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে। • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক মন্তব্য:

উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহের মাধ্যমে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে পুনরায় বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালেয়ে উপস্থিত হচ্ছে । আশা করা যায় খুব শিঘ্রই শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি দুর করে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে ।

১৪/০৮/২২
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
পবা, রাজশাহী ।